[২০১৮] ১৪ এস সি আর ১০৮২

জাহুর আহমেদ রাথার ও অন্যান্য

বনাম

শেখ ইমতিয়াজ আহমেদ ও অন্যান্য

(দেওয়ানী আপিল নং ১১৮৫৩-১১৫৪৭ , ২০১৮ সালের)

৫ই ডিসেম্বর, ২০১৮

[ইউ. ইউ. ললিত এবং ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইন: নির্বাচন

টেকনিশিয়ান ।।। পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। পদটির জন্য "ম্যাট্রিক সহ আইটিআই" যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। আপিলকারীরা পদের জন্য আবেদন করেন। তাদের সবারই ডিপ্লোমা ছিল এবং কারো কাছেই আইটিআই সার্টিফিকেট ছিল না। তাদের লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। পরবর্তীতে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ট্রেডে আইটিআই-কেই এই পদের জন্য বিবেচনা করা হবে। আপিলকারীদের নির্বাচন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আপিলকারীরা এই পদের জন্য তাদের প্রার্থিতা বিবেচনার দাবিতে এবং নির্বাচন তালিকা বাতিলের দাবিতে রিট পিটিশন দায়ের করেন। হাইকোর্টের একক বিচারক নির্বাচন তালিকা বাতিল করে রায় দেন যে, একবার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর আপিলকারীদের বাদ দেওয়া যায় না এবং ডিপ্লোমা আইটিআই-এর চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতা হওয়ায়, তাদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ পদের জন্য যথেষ্ট ছিল। লেটার্স পেটেন্ট আপিলে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের রায় বাতিল করে-স্থির: বোর্ড রুলস বা নির্বাচনের নিয়মাবলী মাঝপথে কোনো পরিবর্তন আনেনি। এটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত যোগ্যতাকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একটি উচ্চতর যোগ্যতা অগত্যা নিম্নতর যোগ্যতা অর্জনের পূর্বশর্ত, এমন অনুমান করা অনুমোদিত হবে না। একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতাকে সমতুল্য যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের কাজ। বিজ্ঞাপনের নোট ১২-এর শর্ত যে, বোর্ড একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে অধিকারী, তা বোর্ডকে একটি সক্ষমকারী ক্ষমতার অধীনে বিবেচনাধীন ক্ষমতা প্রদান করে, যা প্রয়োগ করা হতেও পারে বা নাও হতে পারে। একজন প্রার্থীর এমন কোনো অর্জিত অধিকার নেই যে, বোর্ডকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে হবে। অতএব, ডিভিশন বেঞ্চ

আপিলকারীরা নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেনি এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তবে, যেহেতু আপিলকারীরা প্রায় চার বছর ধরে চাকরির পেছনে ছুটেছেন এবং সম্ভবত বয়স-সীমা পেরিয়ে গেছেন, তাই তাদের আগামী দুই বছরের মধ্যে রাজ্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত যেকোনো পদের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে চার বছরের বয়স শিথিলতা মঞ্জুর করা হলো।

বিচারিক পর্যালোচনা: যোগ্যতার নির্ধারণ

একটি পদের জন্য যোগ্যতার নির্ধারণ নিয়োগ নীতির বিষয়। বিচারিক পর্যালোচনার ভূমিকা বা কাজ নির্ধারিত যোগ্যতার পরিধি প্রসারিত করা নয়। একইভাবে, একটি যোগ্যতার সমতুল্যতাও এমন একটি বিষয় নয় যা বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আপিলগুলি নিষ্পত্তি করে আদালত রায় দেয়,

আদেশঃ ১. পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হলো ম্যাট্রিক সহ প্রাসঙ্গিক ট্রেডে আইটিআই। বোর্ড তার ১১৬তম বৈঠকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করে যে, কিছু জেলায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, যেখানে অন্যান্য জেলায় ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়নি। উপরন্তু, বিভিন্ন ট্রেডে আইটিআই সহ প্রার্থীদেরও এই পদের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। বোর্ড তার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ট্রেডে, অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে আইটিআই-ই বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করা নির্ধারিত যোগ্যতা।

২. বোর্ড মাঝপথে নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম বা মানদণ্ডে কোনো পরিবর্তন আনেনি। ম্যাট্রিক সহ আইটিআই পদের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা থেকে কোনো বিচ্যুতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বোর্ড বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত যোগ্যতাকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যার ফলস্বরূপ, নির্ধারিত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, কিছু জেলায় ডিপ্লোমাধারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই বিজ্ঞাপনের শর্তাবলীর লঙ্ঘন ছিল এবং বোর্ড কর্তৃক তা সংশোধন করা হয়েছিল।

৩.১ হাইকোর্টের একক বিচারকের দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো, একজন ডিপ্লোমাধারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের মতো উচ্চতর পদের জন্য যোগ্য এবং তাই একজন ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে আইটিআই-এর মতো নিম্ন যোগ্যতার অধিকারী বলে "পূর্বানুমান" করা উচিত। এমন কোনো নিয়ম না থাকলে, এই অনুমান করা অনুমোদিত হবে না যে একটি উচ্চতর যোগ্যতা অগত্যা অন্য, যদিও নিম্নতর, যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে। একটি পদের জন্য যোগ্যতার নির্ধারণ নিয়োগ নীতির বিষয়। নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য, যোগ্যতাকে যোগ্যতার শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করতে অধিকারী। বিচারিক পর্যালোচনার ভূমিকা বা কাজ নির্ধারিত যোগ্যতার পরিধি প্রসারিত করা নয়। একইভাবে, একটি যোগ্যতার সমতুল্যতাও এমন একটি বিষয় নয় যা বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতাকে সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা উচিত কিনা তা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাজ্যের বিবেচনার বিষয়।

৩.২ একটি পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করার সময়, নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বৈধভাবে বিবেচনায় রাখতে পারে, যার মধ্যে কাজের প্রকৃতি, কর্তব্যগুলি দক্ষতার সাথে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবণতা, একটি যোগ্যতার কার্যকারিতা এবং একটি যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন কোর্সের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যকে তার সরকারি পরিষেবাগুলির প্রয়োজনগুলি মূল্যায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কার্য, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ডোমেনের আওতায় পড়ে। একটি সরকারি নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিবেচনায় নিতে পারে যা সামাজিক কাঠামো জুড়ে চাকরির সুযোগ তৈরি করতে চায়। এই সবগুলি মূলত নীতির বিষয়। বিচারিক পর্যালোচনাকে সতর্কতার সাথে চলতে হবে।

পি.এম. লতা বনাম স্টেট অফ কেরালা (২০০৩) ৩ এসসিসি ৫৪১ : [২০০৩] ২ এসসিআর ৬৫৩, যোগেশ কুমার বনাম গভর্মেন্ট (এনসিটি অফ দিল্লি) (২০০৩) ৩ এসসিসি ৫৪৮ : [২০০৩] ২ এসসিআর ৬৬২, স্টেট অফ পাঞ্জাব বনাম অনিতা (২০১৫) ২ এসসিসি ১৭০ – এগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে, জ্যোতি কে.কে. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (২০১০) ১৫ এসসিসি ৫৯৬ – এটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে নির্ধারিত যোগ্যতা একটি ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্ত, তা বোঝায় যে এটি একটি অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এটি কোনো অবস্থাতেই শিথিল করা যাবে না। বিজ্ঞাপনের নোট ১২ অনুসারে, বোর্ড একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে অধিকারী। এই ধরনের ওয়েটেজ দেওয়া হবে কিনা তা বোর্ডকে নির্ধারণ করতে হবে। এস এস এস বি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য কোনো অতিরিক্ত ওয়েটেজ দেয়নি। একটি সক্ষমকারী ক্ষমতা প্রয়োগ না করায় এস এস এস বি-এর কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি সক্ষমকারী বিধান একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতাকে নির্দেশ করে যা প্রয়োগ করা হতেও পারে বা নাও হতে পারে। একজন প্রার্থীর এই বিষয়ে কোনো অর্জিত অধিকার নেই যে বোর্ডকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে হবে। নোট ১২ শুধুমাত্র এইটুকু নির্দেশ করে যে, শুধুমাত্র নির্ধারিত যোগ্যতা থাকলেই একজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পাওয়ার অধিকারী হবেন না। বোর্ড যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চতর যোগ্যতার জন্য প্রাসঙ্গিক লাইন বা ডিসিপ্লিনে ওয়েটেজ দিয়ে তালিকাভুক্ত করতে পারে। কিন্তু নোট ১২-এর "বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী" শব্দগুলি নির্দেশ করে যে, বোর্ড একটি সক্ষমকারী ক্ষমতার অধীনে একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রাপ্ত, যা এটি প্রয়োগ করতেও পারে বা নাও করতে পারে।

৫. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের রায় বাতিল করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সঠিক ছিল যে, আপিলকারীরা নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেননি। ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তে কোনো ত্রুটি নেই।

৬. আপিলকারীরা ২০১৩ সালে এস এস এস বি কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করেছিলেন। তারা তাদের প্রতিকারগুলি রিট কার্যধারাগুলিতে অনুসরণ করছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালের ১লা আগস্ট একক বিচারকের আদেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। লেটার্স পেটেন্ট আপিল ২০১৭ সালের ১২ই অক্টোবর মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারীদের চার বছরের বয়স শিথিলতা মঞ্জুর করা উচিত যদি তারা আগামী দুই বছরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্য কোনো পদের জন্য আবেদন করেন। এই চার বছরের বয়স শিথিলতা আপিলকারীদের জন্য ২০২০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত যেকোনো পদের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৩] ২ এসসিআর ৬৫৩	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১০) ১৫ এসসিসি ৫৯৬	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১২
[২০০৩] ২ এসসিআর ৬৬২	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ১৯
(২০১৫) ২ এসসিসি ১৭০	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২১

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১১৮৫৩-৫৪ ।

জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট, শ্রীনগরের এলপিএ (এসডব্লিউ) নং ১৩৫ অফ ২০১৭ এবং এলপিএ (এসডব্লিউ) নং ১৩৬ অফ ২০১৭-এর ১২.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সাথে:

দেওয়ানী আপিল নং ১১৮৫৫ অফ ২০১৮

আপিলকারীদের পক্ষে:

শশাঙ্ক ত্রিপাঠী, শ্রীমতী কভিতা ওয়াদিয়া, কাউসার রেজা ফরিদি, সঞ্জয় রাস্তোগী, অ্যাডভোকেটগণ।

উত্তরদাতাদের পক্ষে:

রিয়াজ আহমদ জান, প্রবীণ অ্যাডভোকেট, জি. এম. কাওয়ুসা, মিস মঞ্জুলা গুপ্তা, এম. শোয়েব আলম, উজ্জ্বল সিং, মোজাহিদ করিম খান, মোহাম্মদ নাসিম মুঘল, মণীশ কুমার ভিক্কি, রাম নরেশ যাদব, শাকিল আহমেদ সৈয়দ, মোহাম্মদ পারভেজ ডাবাস, উজমি জমিল হুসেন, আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় প্রদান করেন **ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি।**

দেওয়ানী আপিল ওরফে এসএলপি (সি) নং ৩০৭৯৭-৩০৭৯৮/২০১৭:

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. এই আপিলগুলি জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের ২০১৭ সালের ১২ই অক্টোবরের একটি রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। লেটার্স পেটেন্ট আপিল মঞ্জুর করার সময়, হাইকোর্ট একজন মাননীয় একক বিচারকের রায় বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ নির্দেশ দেয় যে রিট পিটিশনগুলি খারিজ করা হবে।

৩. ১৯৯৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের একটি সরকারি আদেশ দ্বারা, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে ২৩,২৯৭টি পদ তৈরি করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিভাগে ৫,৩৩০টি নতুন পদ তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩,৬৭৫টি টেকনিশিয়ান-III পদ এবং ২০০টি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদ ছিল। টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য যোগ্যতা ছিল

টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য যোগ্যতা ছিল "ম্যাট্রিক সহ আইটিআই"। পদের স্তরক্রমে উচ্চতর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য যোগ্যতা ছিল বি.ই. (ইলেকট্রিক্যাল) / ডিপ্লোমা (ইলেকট্রিক্যাল)।

৪. ২০১৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, জে অ্যান্ড কে স্টেট সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড (এস এস এস বি) বিভিন্ন জেলা, যেমন বুদগাম, শ্রীনগর এবং গান্দেরবাল-এ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের টেকনিশিয়ান-III পদ পূরণের জন্য একটি বিজ্ঞাপন জারি করে। বিজ্ঞাপনের নোট ৩-এ নিম্নলিখিত শর্তাবলী ছিল, যা প্রতিটি আবেদনকারীকে পূরণ করতে হত:

"(৩) আবেদনপত্র প্রাপ্তি/জমা দেওয়ার শেষ তারিখ অর্থাৎ ৩১.৩.২০১৩ তারিখে বা তার আগে নির্ধারিত একাডেমিক/পেশাগত/কারিগরি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং অনেক্সচার-এ প্রতিটি পদের বিপরীতে দেখানো অন্যান্য সকল যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।"

বিজ্ঞাপনে নোট ১২-এ নিম্নলিখিত শর্তও ছিল:

"১২. নির্ধারিত যোগ্যতা চাকরির ন্যূনতম প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে এবং শুধুমাত্র এই যোগ্যতা থাকলেই একজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পাওয়ার অধিকারী হবেন না এবং বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক লাইন/ডিসিপ্লিনে উচ্চতর যোগ্যতার জন্য ওয়েটেজও দেওয়া হবে।"

বিজ্ঞাপনের আনেক্সচার গ ১ প্রতিটি বিজ্ঞাপিত পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা উল্লেখ করে। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল:

"প্রাসঙ্গিক ট্রেডে ম্যাট্রিক সহ আইটিআই।"

৫. আপিলকারীরা টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য আবেদন করেন। প্রথম আপিলকারীর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা আছে। ২, ৩ এবং ৪ নম্বর আপিলকারীদের ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশনে ডিপ্লোমা আছে। ৫ এবং ৬ নম্বর আপিলকারীদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা আছে। তাদের কারো কাছেই আইটিআই সার্টিফিকেট নেই।

৬. ২০১৪ সালের ১৪ই আগস্ট, এস এস এস বি অযোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। আপিলকারীরা সেই তালিকার অংশ ছিলেন না এবং ২০১৪ সালের ২৩শে আগস্ট লিখিত পরীক্ষার জন্য তাদের ডাকা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ২০শে নভেম্বর, সাক্ষাৎকারের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি প্রার্থীর জন্য বিভাগ—খোলা বা সংরক্ষিত—উল্লেখ করা হয়েছিল যার অধীনে তাদের বিবেচনা করা হয়েছিল।

সাক্ষাত্কার এবং যোগ্যতা নিয়ে বোর্ডের বৈঠক বুদগাম, শ্রীনগর এবং গান্দেরবাল জেলাগুলির জন্য সাক্ষাত্কার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আপিলকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

৭. ২০১৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি, এস এস এস বি তার ১১৬তম বৈঠক করে। এজেন্ডার বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ছিল:

"এজেন্ডা নং ১১. টেকনিশিয়ান-III (পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) পদের জন্য নির্বাচন তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ায় নথি যাচাই-বাছাই করার সময় দেখা গেছে যে, সাক্ষাত্কার কমিটির আহ্বায়ক (কিছু জেলায়) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের অস্থায়ীভাবে সাক্ষাত্কার নিয়েছেন, যখন অন্যান্য কিছু জেলায়, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বি.ই. (ইলেকট্রিক্যাল) এ ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের প্রশ্নবিদ্ধ পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু, জেনারেল ইলেকট্রনিক মেকানিক, ওয়েল্ডার (গ্যাস ও ইলেকট্রিক), ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ওয়েল্ডার (গ্যাস ও আর্ক), ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং ইলেকট্রনিক সিস্টেমস মেইনটেনেন্স-এ আইটিআই ট্রেডধারী প্রার্থীদেরও প্রশ্নবিদ্ধ পদের জন্য সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছে।"

৮. বৈঠকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বোর্ড নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

"বিস্তারিত আলোচনার পর, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ট্রেডে আইটিআই, অর্থাৎ ইলেকট্রিশিয়ানকেই বিবেচনা করা হবে।"

৯. ২০১৫ সালের ২৩শে এপ্রিল একটি নির্বাচন তালিকা প্রকাশিত হয়। আপিলকারীদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বাদ পড়ার কারণ হলো তাদের কারো কাছেই আইটিআই (আয় টি আয়) যোগ্যতা ছিল না। তাদের অন্তর্ভুক্ত না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা রিট মামলা দায়ের করেন, যেখানে তারা মেধা তালিকায় তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য তাদের প্রার্থিতা বিবেচনার দাবি জানান। আপিলকারীরা তাদের মেধা তালিকা বিবেচনা না করে তিনটি জেলার জন্য গঠিত নির্বাচন তালিকা বাতিল এবং নতুন করে তালিকা তৈরির দাবি জানান।

১০. মাননীয় একক বিচারক ২০১৭ সালের ১লা আগস্ট একটি রায়ে রিট পিটিশনগুলি মঞ্জুর করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, একবার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এবং লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মুখোমুখি হওয়ার পর এস এস এস বি-এর জন্য আপিলকারীদের বাদ দেওয়া উচিত হয়নি। মাননীয় একক বিচারকের মতে, নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর নিয়ম পরিবর্তন করা যেত না, বিশেষ করে যেহেতু অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় তাদের নাম ছিল না। মাননীয় একক বিচারক

একক বিচারকের পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচন তালিকা বাতিল বিচারক উল্লেখ করেন যে, একজন ডিপ্লোমাধারী – ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের পদের জন্য নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী, যা টেকনিশিয়ান-III পদের চেয়ে উচ্চতর। তাই, এই যুক্তির ভিত্তিতে, যদি আপিলকারীরা একটি উচ্চতর পদ ধারণ করার যোগ্য হন, তবে তাদের যোগ্যতা টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা থাকলে ম্যাট্রিক সহ আইটিআই-এর মতো নিম্ন যোগ্যতা অর্জনের পূর্বানুমান করা যায়। এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্বাচন তালিকা বাতিল করা হয়েছিল এবং এস এস এস বি-কে আপিলকারী এবং অন্যান্য প্রার্থীদের প্রাপ্ত মেধা অনুযায়ী এটি পুনরায় তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুনরায় তৈরি করা নির্বাচন তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

১১. হাইকোর্টে দায়ের করা লেটার্স পেটেন্ট আপিলগুলিতে, ডিভিশন বেঞ্চ মাননীয় একক বিচারকের রায় বাতিল করে। ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় যে, বিজ্ঞাপনে যোগ্যতার শর্ত হিসাবে প্রাসঙ্গিক ট্রেডে আইটিআই বাধ্যতামূলক ছিল এবং এস এস এস বি নোট ১২ এর শর্তাবলী অনুযায়ী উচ্চতর যোগ্যতার জন্য কোনো ওয়েটেজ দেয়নি। উপরন্তু, এস এস এস বি ২০১৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শুধুমাত্র ম্যাট্রিক সহ প্রাসঙ্গিক ট্রেডে আইটিআই-ই নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করে। এই সিদ্ধান্তে আসার সময়, ডিভিশন বেঞ্চ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই আদালতের পি.এম. লথা বনাম স্টেট অফ কেরালা মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছে।

১২. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিস কভিতা ওয়াদিয়া ২০১৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বিজ্ঞাপনের নোট ১২-তে থাকা বিধানগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তার যুক্তি হলো যে, ম্যাট্রিক সহ আইটিআই-এর নির্ধারিত যোগ্যতা "কাজের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা" এবং নোটটিতে বলা হয়েছে যে বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক লাইন বা ডিসিপ্লিনে উচ্চতর যোগ্যতার জন্য ওয়েটেজ দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তিগুলি আরও জোরদার করেছেন এই বলে যে:

(i) একটি ডিপ্লোমা প্রকৃতপক্ষে আইটিআই-এর চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতা; এবং

(ii) আইটিআই ধারীরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে ল্যাটারাল এন্ট্রি পাওয়ার অধিকারী।

মেসার্স ওয়াদিয়া বোর্ড কর্তৃক জারি করা একাধিক বিজ্ঞাপন এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ল্যাটারাল এন্ট্রি সহ আইটিআই-এর মার্ক-শিটগুলির উপর নির্ভর করেছেন। তার গবেষণায় যথেষ্ট পরিশ্রম করে, মিস ওয়াদিয়া এই নথিগুলি রেকর্ডে একটি সংকলন আকারে যত্ন সহকারে পেশ করেছেন। মিস ওয়াদিয়া যুক্তি দেন।

আরও কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

এখানে প্রদত্ত অংশটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো: ডিপ্লোমাধারীকে টেকনিশিয়ান-III পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এই নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতি ছাড়াও, বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে নোট ১২ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, নির্ধারিত যোগ্যতাগুলি চাকরির ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা গঠন করে এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা যায় না। তার মতে, এই অবস্থানটি বোর্ড কর্তৃক ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে হাইকোর্টে রবীন্দ্র সিং বনাম রাজ্য মামলায় দায়ের করা একটি হলফনামাতেও গ্রহণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী সেই কার্যধারায় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর নির্ভর করেছেন। অবশেষে, এই আদালতের জ্যোতি কে কে বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, যেখানে একজন ব্যক্তি উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সেখানে এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতাও অর্জন করেছেন। উচ্চতর যোগ্যতা ধারণকারী কোনো ব্যক্তিকে বাদ দেওয়ার কোনো বিধান না থাকায়, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, একজন ডিপ্লোমাধারীকে টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য আবেদন করা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা যায় না।

১৩. অন্যদিকে, এস এস এস বি-এর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রিয়াজ আহমেদ জান যুক্তি দিয়েছেন যে:

(i) টেকনিশিয়ান-III পদটি তৈরি করার সময়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল 'ম্যাট্রিক সহ আইটিআই';

(ii) এস এস এস বি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত একটি সীমিত ম্যান্ডেট রয়েছে;

(iii) বোর্ড তার ১১৬তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিজ্ঞাপনের শর্তাবলী অনুযায়ী, শুধুমাত্র ম্যাট্রিক সহ আইটিআই ধারীরাই পদের জন্য যোগ্য হবেন;

(iv) উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি এক রূপতা আনা;

(v) বিজ্ঞাপনের নোট ১২ শুধুমাত্র একটি সক্ষমকারী বিধান যা বোর্ডকে শর্টলিস্টিংয়ের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য ওয়েটেজ দেওয়ার অনুমতি দেয়;

(vi) বোর্ড এই ধরনের কোনো ওয়েটেজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে;

(vii) আপিলকারীদের কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি এবং যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তা ন্যায্য; এবং

(viii) বোর্ড স্পষ্টতই এই অবস্থান গ্রহণ করেছে যে টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হল ম্যাট্রিক সহ আইটিআই (আয় টি আয়)। একজন ডিপ্লোমাধারী এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন না।

এই যুক্তিগুলি গ্রহণ করে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শোয়েব আলম জোর দিয়ে বলেন যে, এস এস এস বি 'খেলার নিয়ম' মাঝপথে পরিবর্তন করেনি, যেমনটা মাননীয় একক বিচারক ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন। বরং, এস এস এস বি নির্ধারিত যোগ্যতাকে সমর্থন করেছে।

১৪. ১৯৯৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তাদের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে ২৩,২৯৭টি পদ তৈরির অনুমোদন প্রকাশ করে। এর মধ্যে টেকনিশিয়ান-III পদটিও ছিল। টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হল "ম্যাট্রিক সহ আইটিআই"।

১৫. জম্মু ও কাশ্মীর দেওয়ানী সার্ভিসেস ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বলা হয়েছে যে, জেলা, বিভাগীয় এবং রাজ্য ক্যাডার পদে নিয়োগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা স্টেট সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড, ক্ষেত্রবিশেষে, দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীদের ভিত্তিতে করা হবে। ধারা ৬-এ বলা হয়েছে:

"ধারা ৬. জেলা ক্যাডার পদে নিয়োগ – একজন ব্যক্তি জেলা ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন যদি তিনি,-

(i) রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হন;

(ii) সংশ্লিষ্ট জেলার বাসিন্দা হন; এবং

(iii) এই ধরনের পদে নিয়োগের জন্য নিয়মাবলী/আদেশাবলী অনুসারে নির্দিষ্ট করা নির্ধারিত যোগ্যতা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ধারণ করেন।"

(গুরুত্ব আরোপিত)

১৬. অ্যাক্ট ৪-এর বিধানাবলী অনুসারে ২০১০ সালের নিয়মাবলী প্রণীত হয়েছে। নিয়ম ৬ সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের গঠন নিয়ে আলোচনা করে। বোর্ডের একটি ত্রি-স্তরীয় কাঠামো রয়েছে যেখানে রাজ্য স্তর, বিভাগীয় স্তর এবং জেলা স্তরে নির্বাচন কমিটি গঠিত হয়। নিয়ম ১৩ আবেদন আহ্বান এবং বিভিন্ন ক্যাডারের যোগ্যতার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। নিয়ম ১৩ এর উপ-নিয়ম (১) এবং (৩) নিম্নরূপ প্রদান করে

"১৩. বোর্ড কর্তৃক আবেদন আমন্ত্রণের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্যাডারে আবেদনের যোগ্যতা:

(১) বোর্ড কর্তৃক আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত রাজ্য ক্যাডার শূন্যপদ বিজ্ঞাপন করবে এবং রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা এবং এই ধরনের পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে উক্ত পদগুলিতে নির্বাচনের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানাবে।

...

(৩) বোর্ডের জেলা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ক্যাডার শূন্যপদগুলি বিজ্ঞাপন করবে যা আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাজ্যের সেই স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে উক্ত পদগুলিতে নির্বাচনের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানাবে যারা সেই জেলার বাসিন্দা এবং এই ধরনের পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ধারণ করেন।"

(গুরুত্ব আরোপিত)

নিয়ম ১৪(১) নির্বাচন তালিকা তৈরির বিধান করে:

"১৪. বোর্ড কর্তৃক নির্বাচন তালিকা তৈরির পদ্ধতি: - (১) সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড বিজ্ঞাপিত পদ(গুলি) এর জন্য আবেদনকারী সকল যোগ্য প্রার্থীদের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করবে। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত নির্বাচন কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা প্রার্থীদের সংখ্যা পূরণীয় শূন্যপদের সংখ্যার তিন গুণের কম এবং পাঁচ গুণের বেশি হবে না। চূড়ান্ত নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/পয়েন্টের সাথে মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/পয়েন্ট যোগ করে প্লাস যেকোনো উচ্চতর/অতিরিক্ত/বিশেষ যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত ওয়েটেজ (সমানুপাতিক ভিত্তিতে) এর ভিত্তিতে করা হবে।"

সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি কর্তৃক চূড়ান্ত করা নির্বাচন তালিকা বোর্ড এর পূর্বানুমোদন সহ আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে হবে, নিয়ম ১৪(৪) এর অধীনে। উক্ত নিয়মটি নিম্নরূপ:

"(৪) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি কর্তৃক চূড়ান্ত করা নির্বাচন তালিকা সেই শূন্যপদের সংখ্যার সমান হবে যার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল এবং বোর্ডের পূর্বানুমোদন সহ তা আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।"

১৭. উপরের বিধানাবলী এবং বোর্ড কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রতিটি প্রার্থীকে নির্ধারিত একাডেমিক/পেশাগত/কারিগরি যোগ্যতা থাকতে হবে এবং অন্যান্য সকল যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হল প্রাসঙ্গিক ট্রেডে ম্যাট্রিক সহ আইটিআই (আয় টি আয়)। বোর্ড তার ১১৬তম বৈঠকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করে যে, কিছু জেলায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, যখন অন্যান্য জেলায় ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের টেকনিশিয়ান-III পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়নি। উপরন্তু, বিভিন্ন ট্রেডে আইটিআই সহ প্রার্থীদেরও এই পদের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। বোর্ড তার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করা নির্ধারিত যোগ্যতা হল শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ট্রেডে, অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে আইটিআই (আয় টি আয়)।

১৮. মাননীয় একক বিচারক প্রধানত দুটি যুক্তিতে রিট পিটিশন দায়েরকারী আবেদনকারীদের যুক্তি গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল যে বোর্ড নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝখানে নিয়ম পরিবর্তন করেছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, মাননীয় একক বিচারক স্পষ্টতই ভুল করেছিলেন। বোর্ড মাঝপথে নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম বা মানদণ্ডে কোনো পরিবর্তন আনেনি। পদের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজন, অর্থাৎ ম্যাট্রিক সহ আইটিআই, থেকে কোনো বিচ্যুতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বোর্ড বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত যোগ্যতাকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যার ফলস্বরূপ, নির্ধারিত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, কিছু জেলায় ডিপ্লোমাধারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই বিজ্ঞাপনের শর্তাবলীর লঙ্ঘন ছিল এবং বোর্ড কর্তৃক তা সংশোধন করা হয়েছিল। মাননীয় একক বিচারকের দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো, একজন ডিপ্লোমাধারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের মতো উচ্চতর পদের জন্য যোগ্য এবং তাই একজন ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে আইটিআই-এর মতো নিম্ন যোগ্যতার অধিকারী বলে "পূর্বানুমান" করা উচিত। যুক্তির এই ধারাটি এই আদালতের জ্যোতি কে.কে. (উপরে উল্লিখিত) মামলার দুই বিচারকের বেঞ্চের রায়ের উপর ভিত্তি করে বলে মনে হয়। জ্যোতি কে.কে. এর সিদ্ধান্তের দিকে যাওয়ার আগে, এই বিষয়ে এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে।

১৯. পি.এম. লথা (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারকের বেঞ্চ এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যে বি.এড. যোগ্যতা প্রশিক্ষিত শিক্ষক সার্টিফিকেট (টি টি সি) এর চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতা এবং বি.এড. প্রার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য বলে বিবেচিত করা উচিত। এই আদালত রায় দেয়:

"১০. বাদীদের এই যুক্তিতে আমরা কোনো জোর খুঁজে পাই না যে, বি.এড. যোগ্যতা টিটিসি এর চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতা এবং সেই কারণে, বি.এড. প্রার্থীদের এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সার্টিফিকেট ছোট শিশুদের প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দেওয়া হয়, অন্যদিকে বি.এড. ডিগ্রির জন্য, যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য। অতএব, বি.এড. ডিগ্রিধারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বলে অগত্যা ধরে নেওয়া যায় না। একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য, নিয়োগের উৎস টিটিসি যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী বা বি.এড. যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী থেকে হওয়া উচিত কিনা, তা একটি নিয়োগ নীতির বিষয়। আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের পদের জন্য শুধুমাত্র টিটিসি এবং বি.এড. নয়, এই যোগ্যতা নির্ধারণে রাজ্যের পর্যাপ্ত যুক্তি এবং ন্যায্যতা খুঁজে পাই। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বি.এড. যোগ্যতাও নির্ধারণ করা যেতে পারে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচ্য একটি প্রশ্ন, তবে বর্তমানে বিজ্ঞাপিত শূন্যপদগুলির জন্য আমরা বি.এড. প্রার্থীদের যোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারি না।"

২০. জ্যোতি কে.কে. মামলাটি এমন একটি পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত যেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে সাব-ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল:

"২...

১. এসএসসিএল বা এর সমতুল্য।

২. প্রযুক্তিগত যোগ্যতা—

(ক) একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ বছরের অধ্যয়ন কোর্সের পর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা,

অথবা

(খ) নিচে দেখানো স্বীকৃত কারিগরি বিদ্যালয়গুলির যেকোনো একটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটি সার্টিফিকেট সহ কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অধীনে পাঁচ বছরের পরিষেবা,

অথবা

(গ) এমজিটিই/কেজিটিই ইলেকট্রিক্যাল লাইট অ্যান্ড পাওয়ারে (উচ্চতর) বোর্ড-এর অধীনে দ্বিতীয় গ্রেড ওভারসিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।

আপিলকারীরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক. ডিগ্রিধারী অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন রায় দেয় যে তারা নির্বাচনের জন্য যোগ্য নন। কেরালা রাজ্য ও অধস্তন পরিষেবা নিয়মাবলী ১৯৫৬-এর নিয়ম ১০(ক)(ii)-তে নিম্নলিখিত শর্ত ছিল:

"১০. (ক)(ii) এই নিয়মাবলী বা বিশেষ নিয়মাবলীতে যা কিছু থাকুক না কেন, কার্যনির্বাহী আদেশ বা সরকারের স্থায়ী আদেশ দ্বারা একটি পদে বিশেষ নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট যোগ্যতার সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত যোগ্যতা এবং সেই সমস্ত উচ্চতর যোগ্যতা যা পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে, তা পদের জন্য যথেষ্ট হবে।" (গুরুত্ব আরোপিত)

এই আদালতের দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ, নিয়ম ১০(এ) ব্যাখ্যা করার সময় নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৭. এটা নিঃসন্দেহে সত্য, যেমন হাইকোর্ট বলেছে যে, যখন প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীতে একটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে, তখন তা কোনোভাবেই হ্রাস করা যাবে না এবং একটি ভিন্ন যোগ্যতা গ্রহণ করা যাবে না। হাইকোর্ট এটাও বলতে ন্যায্য যে, উচ্চতর যোগ্যতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে বা পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করবে যাতে নিয়মের সেই অংশটি কার্যকর হয় যে, সেই সমস্ত উচ্চতর যোগ্যতা যা পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে, তা পদের জন্য যথেষ্ট হবে। যদি একজন ব্যক্তি একই অনুষদে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সেই যোগ্যতাগুলি পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে। এই ক্ষেত্রে খুব বেশি দূরে খোঁজার প্রয়োজন নাও হতে পারে।"

"৮. প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে, সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি বা অন্যান্য স্বীকৃত সমতুল্য যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। একটি উচ্চতর পদের জন্য যখন সরাসরি নিয়োগ করতে হবে

প্রাপ্ত যোগ্যতা, স্পষ্টতই, একটি ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের যোগ্যতা নিম্ন পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার চেয়ে নিশ্চিতভাবে উচ্চতর, যেমন সাব-ইঞ্জিনিয়ার পদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রির যোগ্যতা যদি পদের জন্য নির্ধারিত ডিপ্লোমার নিম্নতর যোগ্যতা অর্জনের পূর্বশর্ত হয়, তবে এটি সেই পদের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের বাদ দেওয়ার কোনো বিধান ছিল না।

২১. জ্যোতি কে কে-এর সিদ্ধান্ত স্টেট অফ পাঞ্জাব বনাম অনিতা নামক দুই বিজ্ঞ বিচারকের একটি রায়ে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই মামলায়, জেবিটি/ইটিটি যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, একটি জেবিটি শিক্ষকের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল ম্যাট্রিক সহ দুই বছরের জেবিটি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ম্যাট্রিকুলেশন মানের পাঞ্জাবি ও হিন্দি জ্ঞান বা এর সমতুল্য। এই আদালত রায় দেয় যে, কোনো রেসপন্ডেন্টেরই নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল না এবং এমএ, এমএসসি বা এমকম-কে 'উচ্চতর যোগ্যতা' হিসাবে গণ্য করা যায় না। জ্যোতি কে কে-এর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে, এই আদালত উল্লেখ করে যে, সেই ক্ষেত্রে নিয়ম ১০(এ)(ii) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, উচ্চতর যোগ্যতা ধারণ করলে পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতা অর্জনের পূর্বানুমান করা যায়। এই ধরনের কোনো বিধানের অনুপস্থিতিতে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের অনুমান করা যায় না:

"১৫. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির ভিত্তিতে এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু বেসরকারি রেসপন্ডেন্টদের জেবিটি/ইটিটি-এর যোগ্যতার চেয়ে উচ্চতর যোগ্যতা রয়েছে, তাই তাদের জেবিটি/ইটিটি শিক্ষকদের পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেছে বলে গণ্য করা উচিত। বেসরকারি রেসপন্ডেন্টদের বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করতে পারছি না, কারণ জ্যোতি কে.কে. মামলায় এই আদালত যখন উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করেছিল, তখন যে সংবিধিবদ্ধ নিয়মাবলী বিবেচনা করা হয়েছিল, তা উপরোক্ত পদ্ধতিকে অনুমতি দিয়েছিল। বেসরকারি রেসপন্ডেন্টদের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক নির্ভর করা সিদ্ধান্তে সংবিধিবদ্ধ নিয়মটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো: (এসসিসি পৃ. ৫৯৮, অনুচ্ছেদ ৬)

"৬. নিয়ম ১০(এ)(ii) নিম্নরূপ পড়ে:

'১০. (এ)(ii) এই নিয়মাবলী বা বিশেষ নিয়মাবলীতে যা কিছু থাকুক না কেন, কার্যনির্বাহী আদেশ বা সরকারের স্থায়ী আদেশ দ্বারা একটি পদে বিশেষ নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট যোগ্যতার সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত যোগ্যতা এবং সেই সমস্ত উচ্চতর যোগ্যতা যা পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে, তা পদের জন্য যথেষ্ট হবে।'"

(গুরুত্ব আরোপিত)

নিয়মটি পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উচ্চতর যোগ্যতা থাকলে পদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করা হবে। বর্তমান বিতর্ক সম্পর্কিত বিষয়ে, উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগের অনুমোদনকারী এমন কোনো অনুরূপ সংবিধিবদ্ধ বিধান নেই। (গুরুত্ব আরোপিত)

২২. জ্যোতি কে.কে. মামলার রায়কে অনিতা (উপরে উল্লিখিত) মামলার পরবর্তী সিদ্ধান্তে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সাথে একমত। জ্যোতি কে.কে. মামলার সিদ্ধান্তটি নিয়ম ১০(এ)(ii) এর বিধানগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই ধরনের কোনো নিয়ম না থাকলে, এই অনুমান করা অনুমোদিত হবে না যে একটি উচ্চতর যোগ্যতা অগত্যা অন্য, যদিও নিম্নতর, যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করে। একটি পদের জন্য যোগ্যতার নির্ধারণ নিয়োগ নীতির বিষয়। নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য, যোগ্যতাকে যোগ্যতার শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করতে অধিকারী। বিচারিক পর্যালোচনার ভূমিকা বা কাজ নির্ধারিত যোগ্যতার পরিধি প্রসারিত করা নয়। একইভাবে, একটি যোগ্যতার সমতুল্যতাও এমন একটি বিষয় নয় যা বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতাকে সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা উচিত কিনা তা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাজ্যের বিবেচনার বিষয়। জ্যোতি কে.কে. মামলার সিদ্ধান্তটি একটি নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ নিয়মের উপর নির্ভরশীল ছিল যার অধীনে উচ্চতর যোগ্যতা ধারণ করলে নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করা যেত। বর্তমান মামলায় এই ধরনের নিয়মের অনুপস্থিতি চূড়ান্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে। এই বিষয়ে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মাননীয় একক বিচারকের রায় বাতিল করে সঠিক ছিল

বিচারক এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে আপিলকারীরা নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেনি। আমরা ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাই না।

২৩. একটি পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করার সময়, নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য বৈধভাবে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে পারে, যার মধ্যে কাজের প্রকৃতি, কর্তব্যগুলি দক্ষতার সাথে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবণতা, একটি যোগ্যতার কার্যকারিতা এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন কোর্সের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যকে তার সরকারি পরিষেবাগুলির প্রয়োজনগুলি মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক exigencies, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ডোমেনের আওতায় পড়ে। একটি সরকারি নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিবেচনায় নিতে পারে যা সামাজিক কাঠামো জুড়ে চাকরির সুযোগ তৈরি করতে চায়। এই সবগুলি মূলত নীতির বিষয়। বিচারিক পর্যালোচনাকে সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এই কারণেই জ্যোতি কে.কে. মামলায় সিদ্ধান্তটি একটি নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ নিয়মের প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত, যার অধীনে উচ্চতর যোগ্যতা ধারণ করলে নিম্নতর যোগ্যতার অর্জনকে পূর্বানুমান করা পদের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল। জ্যোতি কে.কে. মামলায় সিদ্ধান্তটি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের প্রেক্ষাপটে এসেছে।

২৪. মিস ওয়াদিয়া এই বিষয়টি থেকে সমর্থন নিতে চেয়েছিলেন যে, আইটিআই সার্টিফিকেশনধারী একজন ডিপ্লোমা কোর্সে ল্যাটারাল এন্ট্রি পেতে পারেন। তবে, বিষয়টি হলো আপিলকারীদের কেউই এমন প্রার্থী নন যারা ডিপ্লোমা কোর্সে ল্যাটারাল এন্ট্রি চাওয়ার আগে আইটিআই সার্টিফিকেশন অর্জন করেছিলেন। স্পষ্টতই, যখন ম্যাট্রিক সহ আইটিআই প্রয়োজন হয়, তখন যে ব্যক্তির সেই যোগ্যতা নেই তিনি যোগ্য নন।

২৫. নোট ১২ এর উপর ভিত্তি করে মিস ওয়াদিয়ার যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। যে শর্তে বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত যোগ্যতা চাকরির ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা, তা জোর দেয় যে এটি একটি অপরিহার্য প্রয়োজন, যা কোনো অবস্থাতেই শিথিল করা যাবে না। নোট ১২ এর অধীনে, বোর্ড একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে অধিকারী। এই ধরনের ওয়েটেজ দেওয়া হবে কিনা তা বোর্ডকে নির্ধারণ করতে হবে। এস এস এস বি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য কোনো অতিরিক্ত ওয়েটেজ দেয়নি। একটি সক্ষমকারী ক্ষমতা প্রয়োগ না করায় এস এস এস বি-এর কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি সক্ষমকারী বিধান একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতাকে নির্দেশ করে যা প্রয়োগ করা হতেও পারে বা নাও হতে পারে

বোর্ডের একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা আছে যা প্রয়োগ করা হতেও পারে বা নাও হতে পারে। একজন প্রার্থীর এই বিষয়ে কোনো অর্জিত অধিকার নেই যে, বোর্ডকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিতে হবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বোর্ডের নিজস্ব ব্যাপার। নোট ১২ শুধুমাত্র এইটুকু নির্দেশ করে যে, শুধুমাত্র নির্ধারিত যোগ্যতা থাকলেই একজন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পাওয়ার অধিকারী হবেন না। বোর্ড যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চতর যোগ্যতার জন্য প্রাসঙ্গিক লাইন বা ডিসিপ্লিনে ওয়েটেজ দিয়ে তালিকাভুক্ত করতে পারে। কিন্তু নোট ১২-এ "বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী" শব্দগুলি নির্দেশ করে যে, বোর্ড একটি সক্ষমকারী ক্ষমতার অধীনে একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রাপ্ত, যা এটি প্রয়োগ করতেও পারে বা নাও করতে পারে।

২৬. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিস ওয়াদিয়া অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে, বর্তমান মামলায় একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কারণ আপিলকারীদের প্রাথমিকভাবে লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের নাম অযোগ্যতার তালিকায় ছিল না। মিস ওয়াদিয়া জানান যে, আপিলকারীরা এখন বয়স-সীমা পেরিয়ে গেছেন এবং ভবিষ্যতে কোনো আবেদন করতে পারবেন না। ধারা ১৪২ এর অধীনে আমাদের এখতিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজন, বিশেষ করে যেহেতু আপিলকারীরা টেকনিশিয়ান III পদের জন্য তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় চার বছর ব্যয় করেছেন। তারা এমনকি মাননীয় একক বিচারকের সামনেও সফল হয়েছিলেন। তাই, আপিলকারীরা যে কঠোরতার মুখোমুখি হচ্ছেন, তা তাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলতার একটি উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। যেমনটি আমরা এই রায়ের পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করেছি, আপিলকারীরা ২০১৩ সালে এস এস এস বি কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করেছিলেন। তারা তাদের প্রতিকারগুলি রিট কার্যধারাগুলিতে অনুসরণ করছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালের ১লা আগস্ট মাননীয় একক বিচারকের আদেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। লেটার্স পেটেন্ট আপিল ২০১৭ সালের ১২ই অক্টোবর মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে, আপিলকারীদের চার বছরের বয়স শিথিলতা মঞ্জুর করা উচিত যদি তারা আগামী দুই বছরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্য কোনো পদের জন্য আবেদন করেন। এই চার বছরের বয়স শিথিলতা আপিলকারীদের জন্য ২০২০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত যেকোনো পদের জন্য উপলব্ধ থাকবে। বয়স শিথিলতা সংক্রান্ত উপরোক্ত নির্দেশনা ছাড়া, আমরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় ও আদেশে কোনো হস্তক্ষেপ করিনি। সেই অনুযায়ী, আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হলো। খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশ থাকবে না।

দেওয়ানী আপিল নং ১১৮৫৫ অফ ২০১৮ ওরফে এসএলপি (সি) নং ৩১১৯৬, ২০১৭ সালের।

২৭. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২৮. এই আপিলটিও দেওয়ানী আপিল নং ১১৮৫৩-১১৮৫৪, ২০১৮ সালের ওরফে এসএলপি (সি) নং ৩০৭৯৭-৩০৭৯৮ অফ ২০১৭-এর মতো একই শর্তাবলী, পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনা সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠী। **আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হলো।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal